পলিসি ব্রিফ
১০৪/ ২০২১
এপ্রিল ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি 'বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তোরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে যা ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হয়। এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এসকল চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার পূর্ণ প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, যা টিআইবির ওয়েবসাইটেও (www.ti-bangladesh.org) পাওয়া যাবে।[১]

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, প্রায় ৯৩ বছরের পুরোনো বন আইনের (১৯২৭) আমুল সংস্কার ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণে কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত। উন্নয়ন কাজের নামে সরকারি বনের জমি বরাদ্দ প্রদানে বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও কী প্রক্রিয়ায় তা করা হবে সে সম্পর্কিত বিধিসহ বেদখল হওয়া বনভূমি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। বর্তমান জনবলের প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা সরকার অনুমোদন করলেও বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। প্রাকৃতিক বনের জমিতে 'আগ্রাসী' প্রজাতির বিদেশি বৃক্ষের বনায়ন দ্বারা প্রাকৃতিক বন ক্রমশ ও চিরতরে উজাড় হচ্ছে। এছাড়া বৃক্ষশূন্য প্রাকৃতিক বন পুনবনায়নের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস ঘাটতি এবং এসব ব্যাপারে যথোপযুক্ত ও কার্যকর উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা যায়। অধিকন্তু বিভিন্ন সময় সংরক্ষিত বনভূমির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বনভূমি সংলগ্ন প্রতিবেশ ধবংসকারী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে অধিদপ্তরের শক্ত অবস্থান গ্রহণের উদাহরণ বিরল।

গবেষণায় সরকারি বনভূমির সুরক্ষা ও বনে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণে বন অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সক্ষমতার কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগে বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া বন উজাড়, জমি বেদখল ও অবৈধভাবে বনভূমি বরাদ্দ কিংবা ব্যবহারের সাথে অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশ সম্পৃক্তার মাধ্যমে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকরণের উদাহরণ রয়েছে। বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশের বদলি ও পদায়নে বিধি-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও টেকসই বন সংরক্ষণে অন্যতম বাধা।

গবেষণায় প্রাপ্ত সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে:

সুপারিশ	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
ক. আইন সংক্রান্ত ১. বন আইনের আমূল সংস্কার করে এটিকে যুগোপযুগী ও ক্ষমতায়িত করতে হবে। বন আইনের প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ২. বননির্ভর জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণসহ জনঅংশগ্রহণমূলক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া বন আইন ও বিধিমালাসমূহের কার্যকর প্রতিপালন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ৩. রাষ্ট্রীয় অতীব জরুরি প্রয়োজনে বনভূমি ব্যবহার ও ডি-রিজার্ভের পূর্বে বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণসহ ক্রটিমুক্ত পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। এর পাশাপাশি সমপরিমাণ ভূমিতে প্রতিবেশবান্ধব বনায়নে 'কমপেনসেটরি এফরেস্টেশনের বিধি' প্রণয়ন করতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি; বন অধিদপ্তর

[১]গবেষণা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6230-2020-12-30-04-30-15 লিংকে পাওয়া যাবে।

সুপারিশ	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৪. প্রাকৃতিক বনের বাণিজ্যিকায়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। ইতোমধ্যে অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বনের জমিতে সৃজিত সামাজিক বনের গাছ না কেটে মেয়াদউত্তীর্ণ বনসমূহের উপকারভোগীদের মুনাফা প্রদানসহ উক্ত বন প্রাকৃতিক বনে রূপান্তরের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; বন অধিদপ্তর
৫. অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বন ও বৃক্ষশূন্য জমিতে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রতিবেশ-বান্ধব বৃক্ষের বনসৃজন করতে হবে। বৃক্ষশূন্য প্রাকৃতিক বন পূর্বের অবস্থায় তথা প্রাকৃতিক বনে রূপদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (দেশিয় প্রজাতির বৃক্ষের বনায়ন) নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; বন অধিদপ্তর
খ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকরতা সংক্রান্ত	
৬. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে বন অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।	
৭. বনকর্মীদের মাঠ পর্যায়ে সার্কেল ও বিভাগভিত্তিক বাধ্যতামূলক ও পালাক্রমিক বদলির বিধান প্রবর্তন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; বন অধিদপ্তর
৮. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে সকল পর্যায়ের বন কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, কারিগরি ও লজিস্টিকস সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।	
৯. মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যালয়সমূহে অর্থ বণ্টন ও লেনদেন অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-ভিত্তিক করতে হবে। এর পাশাপাশি বিট ও অধস্তন কর্মীদের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	
১০. সিএস রেকর্ডকে ভিত্তি ধরে সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ বনভূমি জবরদখল হয়েছে তার ওপর বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও তা উদ্ধারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; বন অধিদপ্তর
১১. প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জবরদখলে থাকা বনভূমির জমি দখলমুক্তকরণ ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।	
গ. জবাবদিহিতা সংক্রান্ত	
১২. বনায়ন, বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণসহ মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যক্রম কার্যকর তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে। জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও রিমোট সেনসিং ভিত্তিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; বন অধিদপ্তর
১৩. বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম নিরীক্ষায় পারফরমেন্স অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এর কার্যকর চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।	
ঘ. স্বচ্ছতা সংক্রান্ত	
১৪. অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটি আরো তথ্যবহুল, যেমন- বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নামে জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণ ও জবরদখলকারীদের পরিচিতিসহ পূর্ণাঙ্গ বাজেট, উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ ও হালনাগাদ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; বন অধিদপ্তর
ঙ. দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত	
১৫. বন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বন সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে শাস্তি প্রদানের নজির স্থাপন করতে হবে।	সংসদীয় কমিটি; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়; দুর্নীতি দমন কমিশন; বন অধিদপ্তর